প্রথম আলো

27 MAY 2017

২০ ২

ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়

হাইকোর্টের রায় গঠনমূলক, বাস্তবায়ন জরুরি

দেশের ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক পরিচালনার ব্যাপারে দুটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত বৃহস্পতিবার যে রায় দিয়েছেন, তার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে এসব বিদ্যালয় নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আসবে বলে আশা করা যায়। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে বেসরকারি মালিকানাধীন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোরও একই ধরনের নিয়মতান্ত্রিকতার পথ প্রশস্ত হতে পারে।

হাইকোর্টের মাধ্যমে মোটা দাগে তিনটি বিষয় অর্জনের পথ প্রসারিত হলো। প্রথমত, প্লে গ্রুপ থেকে 'এ' লেভেল পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবছর এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে ওঠার সময় পুনঃ ভর্তি ফি, সেশন ফি, একাডেমিক ফি ইত্যাদি নামে যে ফি আদায় করা হয়, আদালতের রায়ে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই বাণিজ্যিক প্রবণতা যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য, আদালত তা-ই নির্দেশ করলেন। এ রায়ের মধ্য দিয়ে এই ধারণার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হলো যে শিক্ষা বাণিজ্য নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার। আদালতের রায়ে আরও বলা হয়েছে, ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে এবং সেই কমিটিতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তি ফি, তাদের মাসিক বেতন ইত্যাদি নির্ধারণ ও বেতন বাড়ানোর সময় অভিভাবকদের মতামত নিতে হবে। অর্থাৎ, এ বিদ্যালয়গুলো এত দিন যেমন নিজেদের ইচ্ছামতো চলে এসেছে, সেভাবে আর চালানোর সুযোগ থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, রায়ে বলা হয়েছে, সব ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে জাতীয় ইতিহাস থাকবে, বাংলা ভাষা শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, দেশীয় সংস্কৃতির অনুসরণে জাতীয় দিবসগুলো পালিত হবে। অর্থাৎ, এই মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা যেন জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়ে না ওঠে; বরং মাধ্যম আলাদা হলেও তারা যেন জাতির অভিন্ন সত্তার অংশ হিসেবেই বেড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, আদালতের এ রায়ের স্বাভাবিক যৌক্তিক উপসংহার হলো, দেশের সব মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থাকে ন্যূনতম নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আসতে হবে। বাণিজ্যিক প্রবণতা কিংবা জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি উপেক্ষা-উদাসীনতা শুধু যে ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোতেই চলছে তা নয়; বেসরকারি বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও এসব বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকতার অভাব রয়েছে।

জাতির শিক্ষাব্যবস্থা দেখভাল করার দায়িত্ব যখন রাষ্ট্র বা সরকারের, তখন সারা দেশের কোন মাধ্যমের বিদ্যালয় কী শিক্ষা দিচ্ছে, কীভাবে চলছে, সেদিকে সরকারকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।